পাক্ষিক

আহ্‌মদী

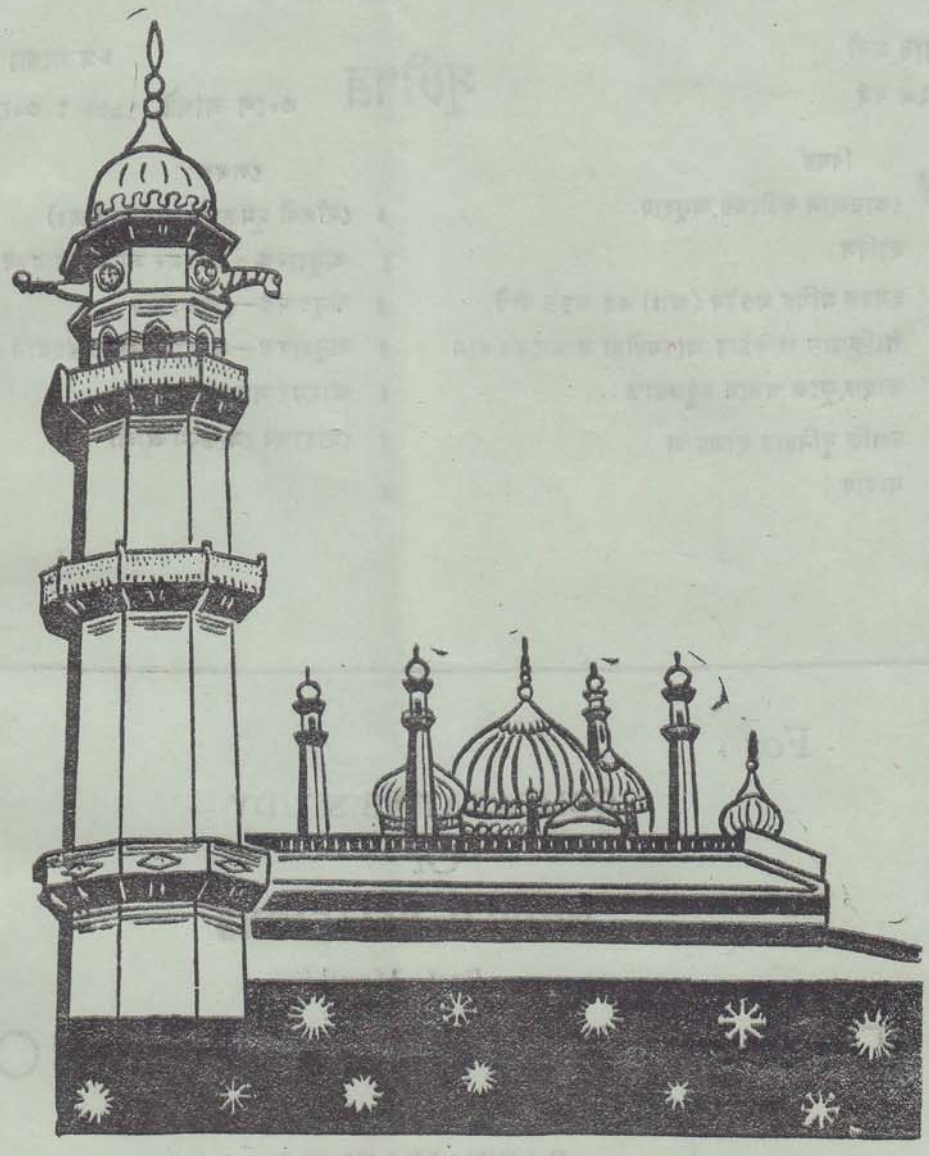

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৮ম সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৮ : ৩০শে জহুর, ১৩৪৭	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

৮ম সংখ্যা
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৮ : ৩০শে জহুর, ১৩৪৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৫৮৯
হাদিস	অনুবাদক – আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫৯১
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	অনুবাদক—মোহাম্মাদ	৫৯২
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামাতের দান	অনুবাদক—আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	৫৯৩
তাহফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়াত	আহমদ সাদেক মাহমদ	৬০০
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৬০৩
সংবাদ		কভার ৩ পৃষ্ঠা

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে আগষ্ট : ১৯৬৮ সন : ৩০শে জহুর : ১৩৭৪ হিজরা শামসী ৮ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

২য় রুকু

১০॥ এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তৎপর তাহার নিকট হইতে উহা সরাইয়া লই, তখন সে নিশ্চয় নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

১১॥ এবং তাহার উপর যে বিপদ আসিয়াছে, তাহা দূরীভূত হওয়ার পর যদি আমরা তাহাকে নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে নিশ্চয়ই বলিবে—আমা হইতে সকল দুঃখ দূর হইয়া

গিয়াছে। (ইহাতে) নিশ্চয়ই সে আনন্দে স্ফীত ও গর্বিত হইয়া উঠে।

১২। তবে যাহারা ধৈর্য-ধারণ করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদেরই জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার নির্ধারিত আছে।

১৩॥ তাহারা অভিলাষ রাখে যে, তোমার উপর যাহা অবতীর্ণ করা হয় তাহার কতকাংশ হয়ত তুমি ত্যাগ করিবে এবং তোমার হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইবে, যেহেতু তাহারা বলে যে, তাহার উপর কেন ধন-ভাণ্ডার অবতারণ করা হইল না অথবা তাহার সহিত কেন কোন ফেরেস্তা আসিল না? নিশ্চয়ই তুমি একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের কার্য সম্পাদক।

১৪॥ তাহারা কি বলিতেছে যে, সে নিজেই রচনা করিয়াছে? তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে, তোমরা ইহার মত দশটি সুরা রচনা করিয়া আন এবং (তোমাদের সাহায্যের জন্য) আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাকে পার তোমরা ডাকিয়া লও।

১৫। অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের এই কথা গ্রহণ না করে, তবে জানিয়া লও যে, নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহ্‌র জ্ঞান সহকারে অবতারণ করা হইয়াছে এবং তিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই। অতঃপর তোমরা কি পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিবে?

১৬॥ যাহারা (শুধু) এই পার্থিব জীবন এবং উহার সাজ-সজ্জাকেই কাম্য করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহাদিগকে এই পৃথিবীতেই তাহাদের কার্যের পূর্ণফল প্রদান করিব। এবং তাহাদিগকে এখানে সামান্য পরিমাণও কম দেওয়া হইবে না।

১৭॥ উহাদের জন্য পরকালে দোযখ ব্যতীত অন্য কিছুই থাকিবে না এবং তাহারা পার্থিব জীবনের (উদ্দেশ্যে) যাহা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইবে এবং (পরকালের জন্য) যাহা করিতেছিল, তাহাও পণ্ড হইবে।

১৮॥ যে ব্যক্তি (বর্তমানে) তাহার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত প্রকাশ্য প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত এবং (ভবিষ্যতে) আল্লার নিকট হইতে একজন সাক্ষ্যদাতা আসিয়া যাহার অনুসরণ করিবে এবং যাহার পূর্বে (অতীতকাল হইতে তাহার সত্যতার প্রমাণরূপে) মুসার কেতাব পথ-প্রদর্শক ও শুভাশিস স্বরূপ রহিয়াছে, (সেকি কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারে?) যাহারা এই সমস্ত বিষয় প্রণিধান করিয়াছে, তাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে এবং জাতিসমূহ হইতে যাহারা অস্বীকার করিবে, অগ্নিই তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব হে পাঠক! তুমি ইহার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিও না। ইহা তোমার প্রভুর নিকট হইতে আগত নিশ্চিৎ সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না।

১৯॥ এবং তাহার অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে? এই সমস্ত লোককে তাহাদের প্রভুর সমীপে উপস্থাপিত করা হইবে এবং সাক্ষীগণ বলিবে, ইহারাই তাহারা, যাহারা প্রভুর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। জানিয়া রাখ, এই প্রকার অত্যাচারীদের উপর আল্লার অভিসম্পাত,

২০। যাহারা (লোকদিগকে) আল্লার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং ইহাতে বক্রতা অনুসন্ধান

করে। বস্তুতঃ উহারাই আখেরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাস পোষণ করে।

২১॥ উহারা কখনও (মুমিনদিগকে) এই পৃথিবীতে পরাভূত করিতে পারিবে না। এবং আল্লাহ ব্যতিত তাহাদের কোন বন্ধু থাকিবে না। তাহাদের শাস্তিকে দ্বিগুণ করা হইবে। তাহারা কিছুই শুনিতে সক্ষম হইবে না এবং কিছুই দেখিতে পারিবে না।

২২॥ উহারাই নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে এবং তাহারা আল্লার উপর যাহা মিথ্যা আরোপ করিয়াছে, তাহা তাহাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে;

২৩॥ নিশ্চয় তাহারাই পরকালে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

২৪॥ নিশ্চয়ই যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সন্নয়োপযোগী সৎকর্ম করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর সমীপে অবনমিত হইয়াছে, তাহারাই বেহেশতের অধিকারী। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

২৫॥ উভয় দলের উপমা অন্ধ ও বধির এবং দ্রষ্টা ও শ্রোতার সদৃশ। এই উভয় দলের অবস্থা কি সমান? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

★

॥ হাদীস ॥

অহংকার

১। আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ বলেন, অহংকার ও সৌন্দর্য্য আমার ভূষণ; যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া নিজে পরিধান করিতে চায়, আমি তাহাকে শাস্তি দেই। [মোসলেম]

২। আবদুল্লাহ বিন মাস.উদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রসুলুলাহ বলিয়াছেন যে, এক সরিষার বীজ পরিমাণ ও অহঙ্কার যাহার হৃদয়ে থাকে, সে জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। ইহাতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, মানুষ স্বভাবতঃ উত্তম পোষাক ও পাদুকা পরিধান করিতে চায়, ইহাও কি অহঙ্কার? তিনি বলিলেন, ইহা অহংকার নয়; কেন না আল্লাহতায়ালা প্রশংসা ও সৌন্দর্যের অধিকারী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহঙ্কার লোকদিগকে হেয় মনে করা এবং সত্যকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর।

[মোসলেম]

অনুবাদক :—আহমদ সাদেক মামুহদ

★

॥ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী ॥

সতর্ক বাণী

বন্ধুগণ, জাগো !
কারণ ভূমিকম্প আবার আসন্ন হইয়াছে।
পুনরায় খোদা শীঘ্রই স্বীয়
কুদরত দেখাইবেন ॥

ফেব্রুয়ারী মাসে তোমরা
যে ভূমিকম্প দেখিয়াছিলে ;
তোমরা নিশ্চয়ই জানিও,
বুঝাইবার জন্য ইহা এক ধমকস্বরূপ ছিল ॥

হে বন্ধুগণ, অশ্রু-জল দিয়া এখন
ইহার প্রতিকার কর।
হে গাফেলগণ, আকাশ এখন
অগ্নি বর্ষণে উন্মুখ ॥

কে আমাকে মানিয়াছে এবং ভীত হইয়া
হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়াছে ?
আমার জীবন যেন তাহাদের
গালি খাওয়ার জন্য হইয়াছে ॥

কাফের, দাজ্জাল এবং ফাসেক ইত্যাদি আখ্যায়
তাহারা আমাকে আখ্যায়িত করে।
কে সততা এবং আন্তরিকতার সহিত
ঈমান আনিতে প্রস্তুত ॥

যাহাকে দেখিবে সেই কু-ধারনায়
সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।
কেহ জিজ্ঞাসা করিলে শত শত দোষ
বর্ণনা করিবার জন্য প্রস্তুত ॥

ধর্মকে ছাড়িয়া দুনিয়ার
প্রেমে মগ্ন।
শত ওয়াজ নসিহত করিলেও
কে অনুতাপ করিবে ?

ধর্মের বিপদ দেখিয়া
আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়।
পরন্তু খোদার হাত এখন
আমার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে উদ্যত ॥

সেই জন্য এখন তিনি তাঁহার কিছু
আত্ম মর্যাদা বোধ তোমাদিগকে দেখাইবেন।
আসন্ন প্রাণ-বিনাশকারী বিপদ এখন
তাহার হস্ত চতুর্দিকে প্রসারিত করিবে ॥

মৃত্যুর পথ দিয়া এখন ধর্মের জন্য
সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবে।
নচেৎ হে বন্ধুগণ ধর্ম
মরনোন্মুখ হইয়া গিয়াছে ॥

এক দিন গিয়াছে, যখন বিশ্ব ইহার জন্য
কুরবানী করিতে প্রস্তুত ছিল।
এখন দিন আসিয়াছে যে এক দাসানুদাসও
ধর্মকে অস্বীকার করিতে প্রস্তুত ॥

[দুররে সমীন, ১৯০৫ ইসাব্দ]

অনুবাদক—মোহাম্মাদ

★

॥ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামাতের দান ॥

[আজাদী সংখ্যা ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫২ তারিখের দৈনিক 'আল ফজল' হইতে]

আহমদীয়া জামাত একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংগঠন। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামের লুপ্তপ্রায় গৌরবকে উদ্ধার ও পূনঃ স্থাপন করা এবং সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পতাকাতলে পৃথিবীবাসীকে একত্রিত করা। এই পবিত্র কারণেই আহমদী জামাত সদা সর্বদাই রাজনৈতিক ঝামেলা হইতে পৃথক রহিয়াছে।

রাজনীতি ও জামাতে আহমদীয়া

রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে জড়াইয়া পড়া আহমদীয়া জামাতের পবিত্র উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই জামাত হিসাবে আহমদীয়া জামাত সদা-সর্বদাই রাজনৈতিক ঝামেলা হইতে পৃথক রহিয়াছে। কিন্তু দুইটি কারনে আহমদীয়া জামাত কখনও কখনও দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। প্রথমতঃ, মুসলমান জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের অধিকারকে রক্ষা করিতে যাহার সহিত মুখ্য ভাবে ইসলামের উন্নতি ও প্রচার গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে দেশবাসী হিসাবে আহমদীগণ প্রভাবিত হয় এবং ইহা দ্বারা গৌণভাবে তাহাদের তবলীগের কাজও প্রভাবিত হয়— এই জন্য উভয় কারণেই হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) কখনও কখনও রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান-দিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মুসলমানদের মঙ্গল এবং ইসলামের প্রচারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল মাত্র ততটুকুই তাহাদিগের রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘ দিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলেই পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে। সুতরাং পাকিস্তান কায়েম করার কাজে আহমদীয়া জামাত কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে পাক ভারত উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বিভিন্ন পৃষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

ভারতের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলিতে হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ) কি ভাবে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কিরূপ দুরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সহিত মুসলমানদিগকে নির্ভুল পরামর্শ দিয়া ও প্রকৃত সাহায্য দান করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সহায়তা করিয়াছেন। ফলে আল্লাহর দেওয়া পাকিস্তান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিযরত আন্দোলন

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় উলামাগণ এই ফত্ওয়া দিয়াছিলেন যে, মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে হিযরত করা উচিৎ। গান্ধিজী এবং অন্যান্য হিন্দু নেতাগণ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে উস্কানী দিয়াছিলেন। যখন হিযরতের এইরূপ হিড়িক পড়িয়াছিল, তখন হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ) মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থ ভয়ংকারভাবে আশংকাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। তিনি মুসলমানদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ শরিয়তের দিক দিয়া এই সময় হিযরতের উপযোগী নহে। দ্বিতীয়তঃ, শরিয়তের বিরুদ্ধে যাইয়া যদি হিযরত করাও হয়, তাহা হইলেও তাহাদের কাছে হিযরতের উপকরণ নাই এবং এই হেতু তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে, শত্রুদিগকে হাসির সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

পরবর্তী ঘটনাগুলি এই সাক্ষ্যই দান করিয়াছে যে, হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ)-এর উপদেশ অভ্রান্ত ছিল। যে সমস্ত মুসলমান হিযরত করিয়াছিল, তাহারা মুসলমানদের শক্তিক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। তাহাদিগকে গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া অবশেষে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গান্ধিজীর পরিচালনাধীনে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে। ইংরাজের আদালত, চাকুরী, কাউন্সিল সরকারী স্কুল সমূহকে বয়কট করার আদেশ দেওয়া হয়। মুসলমান উলামাগণ এই আন্দোলনকেই প্রকৃত ইসলামিক বলিয়া ফতওয়া দেন। পক্ষান্তরে হিন্দুদের একটি প্রভাবশালী দল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে। ফলে হিন্দুরা কার্যত এই আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিল না। কিন্তু যদিও মুসলমাগণ সরকারী চাকুরীতে এবং শিক্ষায় পূর্বেই পিছনে ছিল, তথাপিও উলামাগণের ফত্‌ওয়া অনুসারে মুসলমান সরকারী কর্মচারিগণ কর্ম ত্যাগ করে ও যুবকগণ শিক্ষা ছাড়িয়া দেয়। হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ) এই সময়ও মুসলমানদিগকে সময়োপযোগী পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই আন্দোলনে যোগদান করিলে মুসলমানগণ সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। তিনি "অসহযোগ আন্দোলন ও ইসলামের নির্দ্দেশ" নাম দিয়া একটি পুস্তক প্রনয়ণ প্রকাশ করেন, উহাতে কোরাণ শরীফ এবং হাদীসাদি দ্বারা প্রমাণ করেন, "এই আন্দোলন মোটেই ইসলামি নহে, বরং স্বেচ্ছাচারিতা প্রণোদিত, ইহা ইসলামের মঙ্গলের জন্য নহে, বরং ইহা সর্বতোভাবে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর।" পরবর্তী ঘটনাবলী মুসলমানদের চক্ষু খুলিয়া দেয় এবং তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ)-এর পরামর্শ সঠিক ও অভ্রান্ত ছিল।

শুদ্ধি আন্দোলনে আহমদীয়া জামাতের প্রচেষ্টা

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের সংখ্যাকে কম করিবার জন্য আমাদের স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দ মুসলমানদিগকে মুরতাদ করিবার মানসে শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সহস্র সহস্র মুসলমান হিন্দু মতাবলম্বি হইয়া গেল।

আজ আমাদের জন্য ইহা অনুমান করা কঠিন যে, এই আন্দোলনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া হৃদয়বান মুসলমানদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল। পরন্তু হিন্দুদের ধনদৌলত, শক্তি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সরঞ্জামের মুকাবিলাতে মুসলমানদের হাহুতাস কতদূরই বা কার্যকরী হইতে পারিত? ফলে মুসলমানগণ দলে দলে শুদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানগণ ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিল না। অবশেষে আহমদীয়া জামাত তাঁহাদের মাননীয় ইমামের পরিচালনাধীনে অগ্রসর হইল এবং নিজেদের যৎসামান্য উপকরণ লইয়া এই অবাঞ্ছিত ফিৎনার যবনিকাপাত ঘটাইয়া ছাড়িল।

আহমদীয়া জামাতের এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে মুসলমানগণ কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা জমিদার পত্রিকা হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন। যে জমিদার পত্রিকা আজ আহমদীদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ অপবাদ ও দুর্নাম দেওয়াকেই ইসলামের খেদমত বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহা লিখিয়াছে—

"আহমদী ভাইগণ যে ভাবে নিষ্ঠা 'ত্যাগ এবং আবেগ ও সহানুভূতি সহকারে এই কাজে অংশ

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে প্রত্যেক মুসলমানই গৌরব অনুভব করিবে।" —জমিদার ৮ই এপ্রিল, ১৯২৩ ইং।

"শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে যে সমস্ত অবস্থা সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আহমদীয়া জামাত মুসলমানগণের অমূল্য খেদমত করিতেছেন। যে প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করিয়া কোমর বাঁধিয়া সদেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ও আল্লার উপর ভরসা করিয়া তাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে অতুলনীয় না হইলেও নিশ্চয় অশেষ সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য; যেখানে আমাদের বিখ্যাত পীর ও সাজ্জাদানিশী হযরতগণ নিষ্ক্রীয় হইয়া বসিয়াছেন সেইখানে দৃঢ়সংকল্প, শক্তিশালী এই জামাত এই মহান কার্য সমাধা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।"

—জমিদার ২৪শে জুন, ১৯২৩ ইং

শুদ্ধি আন্দোলনের সময়ে শত্রুগণ আহমদীয়া জামাতের প্রচেষ্টাকে কিভাবে দেখিয়াছেন, তাহা শুদ্ধি আন্দোলনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পরিচালিত "তেজ" পত্রিকায় নিম্নলিখিত অভিমত হইতে বুঝা যাইবে।

"আমার মতে মুসলমানদের মধ্যে আহমদীয়া জামাতই সর্বাপেক্ষা বেশী গভীর প্রভাবশীল এবং ধারাবাহিক ভাবে তবলীগের কার্যকরী একটা শক্তি। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, আমরা সর্বাপেক্ষা উহা হইতে উদাসীন রহিয়াছি, আমি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না, আহমদীয়া জামাত একটা আগ্নেয়গিরী, বাহ্যত এত ভীষণ বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু ভিতরের দিকে ইহার মধ্যে এক ধ্বংসকারী ফুটন্ত তরল অগ্নি টগবগ করিতেছে। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা না করা হইলে, কোন দিন সুযোগ মতে ইহা আমাদিগকে জ্বালাইয়া ফেলিবে।"

—তেজ, ১৫ই জুলাই, ১৯২৩ ইং।

জাতীয় একতার সুবর্ণ নীতি

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হযরত আহমদীয়া জামাতের ইমাম যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মুসলমানদিগকে তাহাদের আভ্যন্তরীন ঝগড়া ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে এবং হিন্দুগণ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকবারই তাহাদিগকে নিজেদের কথা স্বীকার করাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তখন তিনি এক জ্ঞানপ্রসূ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, এই বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদিগকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বগুলির প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেন ও জাতীয় একতার জন্য উপদেশ দান করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন—"যদি জাতির উন্নতি কামনা কর, তাহা হইলে অবিষম্বাদিত বিষয়গুলির মধ্যে সকলে মিলিত হও। পার্থিব ও রাজনৈতিক বিষয়গুলির সম্বন্ধে দল নির্বিশেষে সকলে একত্র হওয়া উচিৎ। তাহা হইলে আমাদের দাবীগুলির মধ্যে শক্তি ও প্রভাবের সৃষ্টি হইবে। এই কথা ভাল করিয়া মনে রাখিও যে, মতভেদ কখনও মিটিবে না। রহমাতুল্লীল আলামিন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাব সত্বেও মতভেদ রহিয়াছে, এইজন্য যে ইহা স্বাভাবিক। আঁ-হযরত (সা:) যখন উম্মতের মতভেদকে একটা রহমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অস্থির হইলে চলিবে কেন? মতভেদকে রহমতরূপে পরিণত কর। ইহাকে অভিশাপ করিয়া তুলিও না।..... .....কেহ কেহ বলেন, একে অন্যকে যখন কাফের বলিবার প্রশ্ন আছে, তখন একতা কিরূপে হইবে? আমি বলি, ইহা একটা ভ্রান্ত আপত্তি। একজন শিয়া যদি মীনারের উপর উঠিয়া সুন্নীদিগকে দশ হাজার বার কাফের বলে, কিংবা অন্য কেহ যদি অপরকে কাফের বলে, ইহাতে একতা ব্যাহত হওয়া উচিৎ হইবে না। আমরা যখন একজন হিন্দুর সঙ্গে মিলিত জাতীয়তার নাম করিয়া

গভর্ণমেন্টের কাছে নিজেদের অধিকার দাবী করিতে পারি, তখন কত বড় লজ্জার কথা হইবে যদি আমরা বিভিন্ন মতের মুসলমানগণ ইসলামি একতার নামে ইসলামি অধিকার সমূহের দাবী করিতে না পারি। আমি বহুবার মুসলমানদিগকে ইসলামি একতার তাহরীক করিতে যাইয়া বলিয়াছি যে, মিলিত স্বার্থের মধ্যে যেন এই রকম কোন ঝগড়া সৃষ্টি করা না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া অভিহিত করে, আমরা তাহাদের সঙ্গে মতভেদ রাখিয়াও একতাবদ্ধ হইব। আমি মুসলমানদের যে রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিয়াছি, ইহাকে অন্যান্য লোকেরাও নির্ভুল মনে করিয়াছে। তবুও যদি মুসলমানগণ এই কথার তাৎপর্য না বুঝেন, তাহা হইলে আশ্চর্য হইতে হইবে। আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আমার সিদ্ধান্ত এই যে, যে দল নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া অভিহিত করে, যাহারা কোরআন শরীফের শরিয়তকে 'মনছোখ' বলে না, তাহাদের সঙ্গে একতা স্থাপন কর। জাতির কল্যাণ, জাতির পুরস্কার এবং জাতির একতার স্পিরিটের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে।" উক্ত নীতি মুসলমানদের উন্নতি ও কৃতকার্যতার ভিত্তি স্বরূপ। পরে কায়েদে আজমও এই নীতির উপরই একতার ভিত্তি রাখিয়াছেন এবং মুসলমানদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে এমন একটা শীশা গলিত প্রাচীরে পরিণত করিয়াছেন, যাহাতে শত্রুগণ কোনরূপ ছিদ্র করিতে পারে নাই, বরং তাহারা পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

আহ্! কায়েদে আজমের মৃত্যুর মাত্র চারি বৎসর পরই কায়েদে আজমের এই মূল্যবান এবং স্বর্ণ নীতিকে মুসলমানগণ আবার ভুলিয়া যাইতেছে, আল্লাহ তাহাদের উপর রহম করুন।

নেহরু রিপোর্টের সমালোচনা এবং পৃথক নির্বাচনের দাবী

পণ্ডিত নেহরু যখন নেহরু রিপোর্ট প্রণয়ন করিলেন এবং স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দ এতদ্বারা মুসলমানদের অধিকারগুলিকে পদদলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, তখন জামাতে আহ্‌মদিয়ার ইমাম অনুভব করিলেন যে, এই রিপোর্টের ভীষণ ক্ষতি সম্বন্ধে মুসলমানগণ অনবহিত রহিয়াছেন, তখন "মুসলমানদের অধিকার ও নেহরু রিপোর্ট" নাম দিয়া একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিলেন, যাহাতে ভারতীয় মুসলমানদের দাবীগুলির যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকের একটা উজ্জ্বল বিশেষত্ব এই যে, তিনি ইহাতে মিশ্র নির্বাচনের লোকসান বর্ণনা করিয়া যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যেহেতু মুসলমান সব দিক দিয়াই হিন্দু হইতে একটা, পৃথক জাতি, সব বিষয়েই হিন্দুগণ তাহাদের সঙ্গে অস্পৃশ্যের মত ব্যবহার করিয়া থাকে; এই কারণে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। তখনকার অবস্থা এরূপ ছিল যে, মুসলমানদের প্রায় সকল নেতাগণই এবং প্রায় রাজনৈতিক সকল দলই মিশ্র নির্বাচনের পক্ষপাতি ছিল, এমন কি স্বয়ং কায়েদে আজমও পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি যে কোন প্রকারে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে চাহিতেন।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাস সম্বন্ধে যাহারা জ্ঞাত আছেন, তাহারা জানেন যে, একটা ইসলামি রাজ্যের পরিকল্পনার ভিত্তি সেই দিনই রাখা হইয়াছিল, যে দিন মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের দাবী আরম্ভ করিলেন। এই হিসাবে আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বলিতে পারি যে, হযরত ইমাম জামাতে আহমদীয়া পাকিস্তান রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম। তিনি তাঁহার এই পুস্তকে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরু ও

সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যালঘুদের অতীত ব্যবহারের অভিজ্ঞতা হইতে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাদের যে ইচ্ছা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা দেখিয়া সংখ্যাগুরুদের হাতে সংখ্যালঘুদিগকে সমর্পণ করা যাইতে পারে না।" —৪১ পৃঃ

"সংখ্যাগুরুগণ মুসলমানদের জীবনধারণকে যেরূপ সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসকে আত্মরক্ষার উপায় মনে করা যাইতে পারে।" —৫১ পৃঃ

পৃথক প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে, না সংখ্যার দিক দিয়া, না অবস্থার দিক দিয়া—কোন ভাবেই মুসলমানদের অধিকার লাভ করা যাইতে পারে না। অন্য কথায় ইহার অর্থ এই যে, এই দেশে সংখ্যাগুরুগণ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নষ্ট করিবার জন্য নিজেদের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, এমতাবস্থায় পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার কোন অনুগ্রহ নয়,… ……বরং ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিবার একটা উপায় মাত্র!" —১৩৬ পৃঃ

এই কথাগুলির সত্যতা অতি সুস্পষ্ট, এই বিষয়গুলির উপরই পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

১৯৩০ সনে যখন প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইল, তখন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস ও হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল, কিন্তু মুসলমানদের দাবী দাওয়া ও উহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ) এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বুঝিতে পারিলেন এবং একখানা বিশিষ্ট পুস্তক প্রথমে উর্দ্দুতে পরে ইংরেজীতে (তরজমা) "ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান" নামে প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে তিনি হৃদয়গ্রাহী প্রমাণাদি পেশ করিয়া মুসলমানদের দাবীগুলি উপস্থিত করিলেন। এই পুস্তক কত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলমান নেতাগণ ইহা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান নেতাদের নিম্নলিখিত অভিমতগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

১। আলিগড়ের ডঃ জিয়াউদ্দিন সাহেব লিখিয়াছেন "আমি আপনার পুস্তকখানা নিতান্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি, আমি দরখস্ত করিতেছি যে, ইউরোপে ইহার বহুল প্রচার করা হউক, পার্লামেন্টের প্রত্যেক মেম্বরকে এবং ইংলণ্ডের প্রত্যেক সংবাদ পত্রের এডিটরকে ইহার এক এক কপি পাঠাইয়া দেওয়া হউক। ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডে এই পুস্তকের প্রয়োজন অধিক। জনাব ইহা দ্বারা ইসলামের মস্তবড় খেদমত করিয়াছেন।

২। শেঠ আবদুল্লাহ হারুন এম, এল, এ, (করাচী) লিখিয়াছেন "আমার মতে ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমাধান" শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাবলির অন্যতম।'

৩। ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল লিখিয়াছেন, "সমালোচনার কতকগুলি যায়গা আমি পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপক হইয়াছে।"

৪। ১৯৩০ সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'এনকেলাব' পত্রিকা লিখিয়াছে—"জনাব মীর্যা সাহেব এই সমালোচনা লিখিয়া মুসলমানদের একটা মস্তবড় খেদমতের আঞ্জাম দিয়াছেন। ইহা মুসলমানদের বড় বড় জামাতগুলির কাজ ছিল, যাহা মীর্যা সাহেব করিয়া দিয়াছেন।"

৫। ১৯৩০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের সিয়াসত পত্রিকা লিখিয়াছে, "ধর্ম্মীয় মতভেদের কথা বাদ দিয়া দেখিলে জনাব বশীরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেব পুস্তকাদি রচনার ক্ষেত্রে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা সুমহান। উপকারিতার দিক দিয়া ইহা প্রশংসার উপযোগী। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কার্য—পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং নিজ নেতৃত্বাধীনে আহমদী জামাতকে সাধারণ মুসলমানদের পাশে পাশে চালাইয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সুবিচারক ও সত্যাদর্শী মুসলমানদের কাছে প্রশংসার যোগ্য। বর্তমান যুগ তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।"

পাকিস্তান দাবীর সমর্থন

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অনেক কথা বাদ দিয়া আমরা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পৌঁছিতেছি।

"যখন লাহোরে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের বাৎসরিক সম্মেলনীতে পাকিস্তানের 'রেজুলিউশন' গৃহীত হইল এবং এইভাবে উপমহাদেশ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন ও বিপর্যয়কারী অধ্যায়ের সূচনা হইল, তখন স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের ব্যবহারের দরুণ পৃথক হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আহমদীয়া জামাতের ইমাম পাকিস্তান দাবীর সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। শত্রু মিত্র সকলই অবগত আছেন যে, পাকিস্তানের দাবী গৃহীত হওয়ার পর যখন দেশের মধ্যে নির্বাচন আরম্ভ হইল, তখন আহমদীয়া জামাতের ইমাম মুসলিম লীগকে সাহায্য করিতে আদেশ জারি করিলেন। কায়েদে আজমের জীবনী লেখক খালেদ আখ্‌তর আফগানী নিজ গ্রন্থের ৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

"২১শে অক্টোবর ১৯৪৫ সালে মীর্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, আহমদীয়া জামাতের ইমাম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন 'প্রত্যেক আহমদী মুসলিম লীগকে ভোট দিবে, যেন নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে নির্ভয়ে বলিতে পারে যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধি। যদি আমরা এবং অন্যান্য জামাতগুলি এরূপ না করি, তাহা হইলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে। এইভাবে আহমদীয়া জামাতের ইমাম ঘোষণা করিলেন ঃ "এইজন্য আমরা পাকিস্তান দাবীর সমর্থন করি যে, ইহা মুসলমানদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার এবং ইহা তাহাদিগকে লাভ করিতেই হইবে। সত্যের সমর্থন করিলে যদি আমাদিগকে ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলিতে হয়, তাহাও আমাদের জন্য আরামদায়ক হইবে।"

—আল ফজল ১৯শে মে, ১৯৪৭ ইং।

১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে যখন লেবার পার্টি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে শীঘ্রই স্বাধীনতা দান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্র করিয়া অন্তরবর্তী রাষ্ট্র কায়েম করিল; তখন কংগ্রেস ইহাতে যোগদান করিল কিন্তু মুসলিম লীগ পৃথক থাকাই পছন্দ করিল! মুসলিম লীগের পৃথক থাকার সুযোগে কংগ্রেস একটা চেষ্টা করিতে লাগিল, যাহাতে আহরারীদের মত কতকগুলি মুসলমান হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া মুসলমানদের প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়া একট অন্তরবর্তী রাষ্ট্র কায়েম করা যায়।

এই সময় হযরত ইমাম সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টা মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হইবে। এই জন্য তিনি দিল্লী যাইয়া হিন্দুদের ভাড়াটিয়া কতকগুলি মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া অন্যান্য সমস্ত মুসলমান নেতাদের সঙ্গে যাহারা মুসলিম লীগের বাহিরে ছিল, তাহাদিগকে সম্মিলিতভাবে এই বিষয়ে একমত করিয়া বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রকাশ করা হউক যে, কায়েদে আজমই সকল মুসলমানদের প্রতিনিধি। এই প্রচেষ্টাকে কায়েদে আজম অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাযিঃ) কায়েদে আজমের সঙ্গে দুইবার সাক্ষাৎ করেন এবং দুইবার সাক্ষাতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। কায়েদে আজমকে অন্তবর্তী সরকারে যোগদান করিবার জন্য রাজি করেন। জামাতে আহমদিয়া ইমামের এই প্রচেষ্টা ফলবর্তী হইল এবং মুসলিম লীগ অন্তরবর্তী সরকারে যোগদান করিবার সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালে পাকিস্তান লাভ করিবার রাজ-পথরূপে গণ্য হইল।

খিজির হায়াত খাঁর পদত্যাগ

১৯৪৭ ইং সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিল যে, ১৯৪৮ সনের জুনমাসে ভারতবাসীদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে।

এই ঘোষণার সময় পাঞ্জাবে খিজির হায়াত খাঁ শীখ এবং হিন্দুদের সাহায্যে মন্ত্রিত্ব কায়েম রাখিয়াছিল ; এইজন্য পাঞ্জাব এসেম্বলির অধিকাংশ লোকের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে ভোট দেওয়া অসম্ভব ছিল। আর ইহা অতি সুস্পষ্ট ছিল যে, পাঞ্জাবের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন উপায় ছিল না। এই অবস্থার জন্য মুসলিম লীগের এক ডিপোটেশন মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু মুসলিম লীগের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইল।

জামাতের আহমদীয়া ইমাম এই গুরুতর প্রতিবন্ধককে দূর করিবার জন্য মালিক খিজির হায়াৎ খাঁকে লিখিলেন এবং চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। অবশেষে হুজুরের এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হইল এবং ৩রা মার্চ ১৯৪৭ তারিখে মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ মন্ত্রিত্ব হইতে পদত্যাগ করার ঘোষণা করিলেন ও মুসলিম লীগের জন্য ময়দান সাফ করিয়াছিলেন। ৫ই মার্চের ট্রিবিউন লিখিয়াছে : "বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, খিজির হায়াৎ খাঁ সাহেব স্যার মোহাম্মদ জফরুল্লা খান সাহেবের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শুনা যায় যে মুসলিম লীগের বর্তমান এজিটেশনের সময় আহমদিয়া জামাতের ইমাম খিজির হায়াত খানের নামে চিঠি লিখিয়াছিলেন। জাফরুল্লাহ খানের দ্বারাই এই চিঠি পাঠান হয়। তিনি নিজ ইমামের মতের গুরুত্বকে সমর্থন করেন। খিজির হায়াত খাঁ সাহেব সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে পরামর্শের জন্য লাহোরে ডাকাইয়াছিলেন। ইহার পরই মালিক সাহেব এক বিবৃতি প্রদান করেন, যাহা সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত হয়।

মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর পদত্যাগে কায়েদে আজম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন : "আজ সকালে এই সংবাদ শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে, মালিক খিজির হায়াৎ খাঁও তাঁহার কেবিনেট হইতে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সুবিবেচনার পরিচায়ক এবং আমি আশা করি, ডাক্তার খান সাহেবও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।" ফলতঃ পাকিস্তান কায়েম হইবার শেষ পর্যায়ে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রি সভা থাকাতে যে প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাও আল্লাহ তায়ালা জামাতের আহমদিয়া ইমামের দ্বারা দূর করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

বাউণ্ডরি কমিশনে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খানের বিতর্ক

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর যখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সীমানা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বাউণ্ডরি কমিশনের সামনে বিষয়টি পেশ হইল, তখন কায়েদে আজম মুসলিম লীগের কেস পেশ করিবার জন্য চৌধুরী জাফরুল্লা খানকে নির্বাচন করিলেন। যদিও রেড্‌ক্লীফ এওয়ার্ডে মুসলমানদের স্বার্থকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পদ দলিত করিয়াছে, তবুও মুসলমানদের পক্ষ হইতে বিষয়টা যতদূর কমিশনের সামনে পেশ করার সম্বন্ধ, তাহা চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান যেভাবে মুসলমানদের উকালতি করিয়াছেন, ইহা 'নেওয়ায় ওক্‌ত্‌' পত্রিকা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।

চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান সাহেবের চেষ্টা

সীমা নির্দ্ধারণ কমিটির মজলিস শেষ হইয়াছে, উহাতে চারিদিন পর্যন্ত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান সাহেব যুক্তিপূর্ণ, জ্ঞানলব্ধ ও মজবুত প্রমাণাদি সহ বিতর্ক করিয়াছেন ; তিনি যেরূপ সুন্দরভাবে এবং যোগ্যতার সহিত মুসলমানদের কেস্‌কে পেশ করিয়াছেন, তাহাতে মুসলমানদের জন্য অন্ততঃ

এতটুকু আশ্বাসের কারণ হইয়াছে যে, তাহাদের পক্ষ হইতে সত্য এবং ঈনসাফের কথা যথাবিহীত সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্যার জাফরুল্লা খান এই কেস্ প্রস্তুত করিবার জন্য খুব কম সময় পাইয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার দরুণ তিনি নিজের কর্তব্য অতি ভালভাবে পালন করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, পাঞ্জাবে আকিদা নির্বিশেষে সকল মুসলমান তাঁহার এই কাজের প্রশংসা ও শুকুর গুজারি করিবেন।"

—দৈনিক নেওয়ায়ে ওক্‌ত্ ১লা আগষ্ট ১৯৪৭ ইং।

ফলতঃ উপমহাদেশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে আহমদিয়া জামাত ও তাঁহাদের পবিত্র ইমাম সদাসর্বদাই মুসলমানদিগকে নির্ভুল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিজের কর্মপরিধির অনুপাতে যথাসম্ভব মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গীকৃত রাখিয়াছেন।

অনুবাদক :—আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

★

তাহফ্‌ফুযে খত্‌মে নবুওয়াত

(খত্‌মে নবুওয়াত সংরক্ষণ)

আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইহা কাহারও অজানা থাকিতে পারে না যে, আহমদীয়া জামাতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং লিটারেচার ইহার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করে যে, নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর 'খত্‌মে নবুওয়াত'-এর অস্বীকার নিছক কুফুর এবং উহাতে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস রাখা মুসলিম হওয়ার জন্য অনিবার্য শর্ত-স্বরূপ। কলেমা শাহাদত লা-এলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহে-তে আহমদীদের ঈমানের ভিত্তি এবং আখেরী ও কামেল শরীয়াত কুরআনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত সমস্ত আয়াতে বিশ্বাস রাখা তাহাদের ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ এবং কোন একটি আয়াতও এমনকি উহার কোন বিন্দু বিসর্গ পর্যন্তও কোন মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ (রহিত) বলিয়া মনে করা আহমদীদের নিকট আল্লাহ্‌র এই মহিমান্বিত কালাম, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানব জাতির কামেল হেদায়েতের উদ্দেশ্যে রসুল আরবী প্রিয় নবী সাইয়েদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, এরূপ মহান আসমানী কিতাব (ঐশী গ্রন্থে)-এর শুধু অবমাননাই নহে; বরং উহার অস্বীকারের নামান্তর বলিয়া পরিগণিত। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই পবিত্র কুরআনের দুনিয়ার সমস্ত বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদ ও তফসীর প্রকাশ করিয়া কুরআনী শিক্ষার আলো পৃথিবীময় প্রসারিত করা একমাত্র আহমদীয়া জামাতেরই বৈশিষ্ট্য। এ পর্যন্ত এ জামাত কর্তৃক ২২টি প্রধান প্রধান বৈদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই আয়াত রহিয়াছে—

ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شيء عليما ০ (الاحزاب)

অর্থাৎ—মোহাম্মদ তোমাদের পুরুষদিগের মধ্য হইতে কাহারো (দৈহিক)-পিতা নহেন; পরন্তু তিনি (সকল মোমেনদের জন্য আধ্যাত্মিক পিতা স্বরূপ); আল্লাহ্‌র রসুল এবং সমস্ত নবীর (জন্য আধ্যাত্মিক পিতা-স্বরূপ) খাতাম বা মোহর। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী।" উক্ত পবিত্র আয়াত, যাহার মধ্যে নবী (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে, ইহার উপর আহমদীরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস রাখে এবং পূর্ণ ও নিশ্চিত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে নবী করীম (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়াতের উপর ঈমান রাখিয়া নিজদিগকে তাঁহারই উম্মত বলিয়া গণ্য করে। আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বয়আত ফরমে একটি প্রধান শর্ত এই যে, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে খাতামান্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করিব।" আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁহার পুস্তক 'কেরামাতুস সাদেকীনে' বলিতেছেন:

"আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি কাফের নহি। 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ কলেমায় আমি বিশ্বাসী এবং' ওয়া লাকিন-রাসুলুল্লাহে ওয়া-খাতামান নবীঈন আয়াত অনুসারে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আমার ঈমান আছে। খোদাতায়ালার যত পবিত্র নাম আছে, কোরআনের যত অক্ষর আছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সমক্ষে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যে পরিমাণ কামালাত রহিয়াছে—এই বিবৃতির সত্যতা প্রমানের জন্য সেই পরিমাণ শপথ গ্রহণ করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণনার বিরুদ্ধে আমার কোন আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস নাই। যেকোন ব্যক্তি এরূপ ধারণা রাখে, উহা তাহার নিজের বুঝিবার ভুল যে, এখনও আমাকে কাফের বলিয়া মনে করে এবং কাফের বলিতে বিরত হয় না, সে যেন নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখে যে, মরনের পর তাহাকে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।"

(কেরামাতুস সাদেকীন—পৃঃ ২৫)

তিনি এক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন:

"আমাদের ধর্ম মুসলমানের ধর্ম এবং আমরা অন্তরের সহিত খাতামুল-মুরসালীন সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর দাস ও সেবক।"

এ সমস্ত বহুল প্রচারিত স্পষ্ট উক্তি এবং আহমদীদের দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনের বাস্তব সত্যের বিদ্যমানতায়ও যাহারা আহমদীদিগকে খতমে নবুওয়াতের অস্বীকার কারী বলিয়া দোষারোপ করে; তাঁহারা নিতান্ত বিস্ময়কর রূপে ও প্রকাশ্যভাবে সত্যের অপালাপ করিয়া মুসলমান দিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি করিয়া দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ও আপত্তিকর কাজ করিয়া বেড়াইতেছেন। যখন দেশ ও জাতি, তথা সমগ্র মুসলিম জগতের কল্যাণার্থে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব মহব্বত এবং সম্প্রীতির একান্ত প্রয়োজন, এহেন কঠিন মুহূর্তে উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের ধর্ম ও জাতির কল্যাণ বিরুদ্ধ কার্যকলাপ ও নিষ্ঠুরতাকে কোন ধর্মপরায়ণ ও দেশ প্রেমিক ব্যক্তি কখনও শুভ দৃষ্টিতে দেখিবে না; বরং যখনই এবং যেখানেই উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে তাহাদের এই বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপে রত দেখিতে পাইবে, তাহাদের কথায় সাড়া না দিয়া, তাহাদের তৎপরতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ সাধ্যানুসারে তাহাদের প্রতিবাদ করা এবং তাহাদের বিষাক্ত প্রচারণার কুপ্রভাব হইতে জন-সাধারনকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব পালন করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং দেশ ও জাতির সেবা করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে। আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন সকলকেই হেদায়েত দেন।

এখন উক্ত বিশেষ শ্রেণীর লোকদের পরিচিতির জন্য এতটুকু লিখা প্রয়োজনীয় মনে করি যে, ইহারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মীয় মুখোস পরিয়া নিজেদের কতকগুলি চিত্তাকর্ষক নাম দিয়া জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় মত্ত আছেন—যেমন তাহফ্‌ফুযে খতমে নবুওয়াত, ইত্তেহাদে উলেমা, ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচার সংস্থা, ইসলামের দাওয়াত ও তবলীগ সংস্থা, ইসলামী বিপ্লবের অগ্রদূত, তাজদীদ ও একামতে দীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলন, ইত্যাদি। উহাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেশের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক কিছু লিখিয়াছেন। নিম্নে শুধু দুই এক জনের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া সদচেতা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই ধর্মীয় মুখোস পরিহিত লোকদিগের প্রকৃত স্বরূপের দিকে আকৃষ্ট করিব।

লাহোর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'চাটন'-এর সম্পাদক জনাব শোরেশ কাশমীরী মজলিসে তাহাফ্‌ফুযে খত্‌মে নবুওতের পাবলিক সম্পত্তি ও জনসাধারনের নিকট হইতে আদায়কৃত চাঁদা আত্মসাৎ করার বহু কিস্তি-কলাপ উল্লেখ করিয়া নিম্নরূপ লিখিয়াছেন :

'হযরত মৌলানা মোহাম্মদ আলী জলন্ধরী! আপনি খোদাকে কি উত্তর দিবেন? খত্‌তে নবুওতের নামে জারীকৃত 'কারবার' বন্ধ করুন।''

—চট্টান, লাহোর, ২১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ ইং।

অতঃপর উক্ত 'কারোবার'-এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করেন :

"সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারীর মৃত্যুর সময়ে মজলিসের এক অথবা দেড় লক্ষ টাকা মৌলনা মোহাম্মদ আলীর নিকট ছিল। উহা কোথায় ব্যয় হইয়াছে? জমীজমা ক্রয় করিতে, আড়তের কাজে অথবা সেই অট্টালিকার উপরে, যাহা মুলতানে খাড়া করা হইয়াছে? হযরত মৌলানা আহ্‌রারদের কুরবানী মাঠে মারিয়াছেন এবং যাহা কিছু তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল, তাহা নিজের নামে হিবা করাইয়া লইয়াছেন।"

—চট্টান, লাহোর, ৭ই মার্চ ১৯৬৬ ইং ৫—গৃঃ।

তথাকথিত "ইসলামী বিপ্লব এবং তাজদীদ ও একামতে-দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত" সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী লিখিয়াছেন :

"মাওদুদী সাহেবের কিতাব ও সুন্নতের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ভণ্ড ছলনা মাত্র। তিনি বস্তুতঃ না কিতাব মানেন, না সুন্নত মানেন; বরং তিনি সল্‌ফে-সালেহীনের বিরুদ্ধে একটি নতুন ধর্ম তৈয়ার করিতেছেন এবং ঐ পথে লোকদিগকে চালাইয়া তাহাদিগকে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চান।

—'মাওদুদী দাসতুর' পুস্তকের ৪৬ পৃঃ।

জনাব মওদুদী সাহেব নিজেও লিখিয়াছেন :

'আমার নিয়ম হইল এই যে, আমি বুজুর্গানে সালফ এর খেয়াল সমূহ এবং কার্যা-বলীর উপর নিরপেক্ষ, গবেষণা ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিপাত করি। এতদ্বারা যউহাদের মধ্যে যাহা হক্ (সত্য) বলিয়া আমার নিকট রা পড়ে, উহাকে হক্ বলি। আর যে জিনিসটি কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী অথবা হেকমতে আমলী (কার্য-ক্ষেত্রের সুবিধা-অসুবিধা) অনুযায়ী সঠিক বলিয়া আমার নিকট ধরা পড়ে না, আমি পরিস্কারভাবে উহাকে বেঠিক (বা গলদ) আখ্যা দেই।"

—রাসায়েল ও মাসায়েল, পৃঃ ৩,০৫।

উক্ত উদ্ধৃতিতে কিতাব ও সুন্নাতের মোকাবিলায় আর একটি বিষয়—হেকমতে আমলীর কথা বলা হইয়াছে, যাহা তাঁহার নিকট বুজুর্গানে সালফের অভিমতকে নাকচ করিয়া দিতে সক্ষম। উক্ত হেকমতে আমলীর সম্পর্কে তাঁহার অভিমত এই :

"আমলী জীবনের কতক প্রয়োজন এরূপ আছে, যাহাদের জন্য মিথ্যা বলার না শুধু

অনুমতিই আছে; বরং কোন কোন অবস্থায় উহার ওয়াজেব (বাধ্যকর) হওয়ারও ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে।" —তঃজুমানুল কুরআন, মে, ১৯৫৮ ইং।

উপরোক্ত দল সমূহ দেশ ও জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গকারী এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আত্মনিবেদিত আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অন্যান্য মিথ্যা দোষারোপ সহ খতমে নবুওত সম্পর্কে বিকৃত অর্থ প্রচার করিয়া জনমতকে বিষাক্ত করার বিদ্বেষমূলক চেষ্টায় মাতিয়াছে। তাহাদের আসল উদ্দেশ্য মুসলমানদের মঙ্গল বা এসলাহ্ নয়; বরং এসলাহের নামে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থ হাসেলের জন্য দেশের মধ্যে ফেৎনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা। (ক্রমশঃ)

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মূলধন লাগেনা, লোকসানেরও ভয় নেই; আবার অন্যদের বেহেশ্‌তের পথও সুগম হয়।

ইদানিং রাওয়ালপিণ্ডি হতে ভিখারীদের আয় সম্বন্ধে একটি খবর বের হয়েছে। খবরটির সারমর্ম হলো, অন্তরবর্তীকালীন রাজধানীর একজন ভিক্ষুক রোজ ১৪ ঘন্টা খেটে ঘন্টায় ২ টাকা ৪০ পয়সা হিসেবে গড়ে ৩০ টাকারও বেশী আয় করে। এখানে ভিক্ষুক বিতাড়ন অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রায় ৩০ জন ভিক্ষুককে গ্রেফতার করলে এই তথ্য পাওয়া যায়। আটক কৃত প্রত্যেক ভিখারীর নিকট ৩০ টাকা করে পাওয়া যায়। ইহা তাদের সারাদিনের রোজগার।

বিষয়টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করলে কতকগুলো মৌল প্রশ্নের উদয় হয়। ইসলাম ভিক্ষা বৃত্তিকে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখেছে। অথচ মুসলিম দেশগুলোতেই এই ঘৃন্য বৃত্তি দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। ইসলামে দান খয়রাতের যে তাগিদ রয়েছে, অনেকে ইহাকেই ভিক্ষাবৃত্তির কারণ বলে উল্লেখ করে থাকেন। কথাটাকে ফু-দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি তাই হয়, তবে দান খয়রাতের ইসলামী শিক্ষাকে সমাজের জন্য মংগলজনক একথাও মেনে নেওয়া চলে না।

বিষয়টিকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, ইসলামী শিক্ষা বা বিধি বিধানের কোন গলদের জন্য এমনটি হচ্ছে না। ওসব শিক্ষা ও বিধি বিধানকে সামাজিক রূপ দিতে মুসলমানদের অবহেলাই প্রধানতঃ এজন্য দায়ী। নিয়ত ঠিক রেখে দান খয়রাত করলেই সওয়াব হবে, এই মানসিকতাই দান খয়রাতের লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। দান খয়রাতকে সার্থক করে তুলতে হলে—বায়তুল মালের মারফতে এর পরিপূর্ণ রূপ দিতে হবে। নতুবা মূলধন লাগে না, লোকসানেরও ভয় নেই; আবার দান খয়রাত গ্রহণ করে অন্যদের বেহেশ্‌তের পথ সুগম করতে যারা স্বেচ্ছায় জীবিকা অর্জনের এমন সহজ বৃত্তি বেছে নিয়েছে, তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে বলে মনে হয় না। আজকের দিনে কয়জন লোক নিজের মূলধন খাটিয়ে, হাড়-ভাংগা মেহনত করে রোজ এত টাকা রোজগার করতে পারে? অবশ্য আফসোসের কথা হলো, এই ভিক্ষুকের দল বুঝতে অপারগ যে এই 'ব্যবসায়ে'

আত্মসম্মান খোয়াতে হয়, সামাজিক মর্যাদা হারাতে হয়। তা'ছাড়া দেশের উৎপাদন বৃত্তিতে তারা কোনই হিস্যা গ্রহণ করে না। সমাজে এরা নিতান্ত পরগাছারূপেই বিরাজ করে। এদের অন্তর-শক্তিরও কোন বিকাশ ঘটে না। সামাজিক জীবন হতে ভিক্ষা বৃত্তির ন্যায় দুষ্ট ব্যাধি দূর করতে হলে প্রয়োজন মাফিক ইসলামের সব বিধানকেই কার্যকরী করতে হবে। শুধু নিয়ত ঠিক রেখে অন্ধভাবে দান খয়রাত করে গেলেই হবে না। তা' না হলে এই দুষ্ট ক্ষতকে আরো ব্যাপক ও গভীরতর করে তোলা হবে।

ভিখারীদেরকে শহর হতে বহু দূরে সরিয়ে দিলে কি করে সমাজ ভিখারী মুক্ত হবে, তা বুঝা যাচ্ছে না। যদি তাই হতো, তবে এক দিনেই দেশ হতে ব্যাধি দূর করে ফেলা যেতো। একাজে সত্যতা অর্জন করতে হবে। সরকারকে সমস্যা সমাধানের জন্য সামগ্রিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

'ঘুষখোর কর্মচারীদের আমি প্রশংসা করি'

তুরস্কের অন্যতম রস রচনা লেখক সম্প্রতি আঙ্কারার মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি উৎকোচ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করবেন।

জনাব সিনাসী বার্কার দৈনিক 'উলুস' পত্রিকায় প্রত্যহ একটি রসরচনামূলক ফিচার লিখে থাকেন।

তিনি বলেন যে তিনি কমপক্ষে ত্রিশ হাজার লোকের কাছে পাঁচ অথবা দশ লিরা করে ধারেন। এই অর্থ ফেরত পেতে হলে তাদের উচিত তাকে ভোট দেওয়া। তিনি বলেন যে, যেসব কর্মচারী ঘুষ খায়, আমি তাদের প্রশংসা করি।

জনাব সিনাসী বার্কার হয়ত তাঁর ক্ষুরধার কলমের দ্বারা সমাজ দেহ হতে ঘুষ, কাল বাজার ইত্যাদির ব্যাধি দূর করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় ঘুষখোরি সম্বন্ধে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পথ হিসাবে বলেছেন যে, তিনি ঘুষ খাওয়ার প্রশংসা করেন। তাঁর কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠবেন সত্য কিন্তু যারা মানুষের নৈতিক অধঃপতন দেখে ব্যথা পান, তাঁরা ত শিউরে উঠবেন—সমাজ চলেছে কোথায়; ব্যর্থতার অভিমানেই লেখক একথা ঘোষণা করেছেন। এখানে স্মরণ করা যায় যে, তুরস্ক একটি ইসলামী দেশ।

মানুষের দাম কত

ইদানিং একটি খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মায়ের দাম মাত্র ৩৪ ডলার। মার্কিন দূতাবাসের একজন মুখপাত্র বলেন যে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যুদ্ধের ফলে হতাহত বেসামরিক ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন. সরকার মায়ের দাম ধরেছেন ৩৪ ডলার। পিতার দামও একই। আর পুত্র বা কন্যার দাম ধরা হয়েছে ১৭ ডলার।

যুদ্ধে আহতদের মধ্যে যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে, তাদের ৮ ডলার ৫ সেন্ট এবং যাদের বয়স ১৮ বছরের উপরে তাদের ১৭ ডলার দেওয়া হবে।

এখানে আমরা ভিয়েতনামে কোন পক্ষ ন্যায় বা কোন পক্ষ অন্যায় যুদ্ধ করছে, সে বিচারে যাচ্ছি না। যে মার্কিন মুলুক ঐশ্বর্যের চরম শিখরে ওঠেছে, বৈষয়িক উন্নতিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে, সে দেশের লোকেই অন্য দেশের মানুষের জীবনের মূল্য কতটুকু দিচ্ছে, সে কথা শুনে অবাক লেগে যায়।

আমেরিকায় মদ্য পান, ধূমপান ইত্যাদিতেও অনেকে দৈনিক উপরে উল্লেখিত পরিমাণ ডলারের চেয়ে বেশী খরচ করে থাকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মার্কিন মুলুকের বৈষয়িক উন্নতি দেশবাসিদের মানসিকতায় ও আচরণে মানবতা বোধ জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ব্যবসা বুদ্ধিতেই জনগণকে পাকা করে তুলেছে। এই উপলক্ষে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের শিক্ষা হলো, বৈষয়িক উন্নতির সাথে মানবতা বোধ জাগ্রত না হলে কোন জাতিই অধঃপতন এড়াতে পারে না।

★

সংবাদ

তবলিগী দিবস উদযাপিত

বিগত ২৫শে আগষ্ট, ৬৮ তারিখে' ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে চারিটি প্রতিনিধিদল ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইয়া ৮ শত পুস্তক বিতরণ করিয়াছেন এবং আড়াই শতাধিক ব্যক্তির নিকট মৌখিক তবলীগ করিয়াছেন।

উল্লেখিত প্রতিনিধি দল চতুষ্টয়ের প্রথম দল জগন্নাথ হল, দ্বিতীয় দল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল হল, তৃতীয় দল ইসলামপুর ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং চতুর্থ দলটি যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশান, বৌদ্ধ মিশান (কমলাপুর) ও ব্রাহ্মসমাজ মিশান কেন্দ্রে তবলিগী প্রচেষ্টা পরিচালনা করেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক সম্মেলীতেও ঢাকা জামাতের কতিপয় ব্যক্তি যোগদান করেন এবং তাহাদের সহিত বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

স্থানীয় হসপিটালে ঢাকা জামাতের তরফ হইতে তবলিগ করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে সেখানকার ৭০ ব্যক্তিকে পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে।

খড়মপুর জামাতের তবলিগী প্রচেষ্টা

খড়মপুর দরগার উরস উপলক্ষে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, গোলাম মাওলা খাদিম সাহেবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তবলিগী অভিযান পরিচালিত হয়। সেখানে 'তবলীগে হক' নামক ২০০০ পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে মৌখিক তবলিগ করা হইয়াছে।

ফজলে ওমর দাতব্য চিকিৎসালয়

ঢাকা মজলিশে খুদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বারা পরিচালিত ফজলে উমর দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে এই মাসে প্রায় ২০০ শত রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

অধ্যাপক সালাম মহান পুরস্কারে ভুষিত

পাকিস্তান সরকারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক আবদুস সালাম লণ্ডনে ঘোষণা করেন যে; 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশান' হইতে তিনি যে পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহার অর্থ তিনি পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা কার্যের জন্য বৃত্তিদান করিবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ৩০ হাজার ডলার (প্রায় দেড় লক্ষ্য টাকা) পুরস্কার পাইয়াছেন। অধ্যাপক আবদুস সালাম সাহেবের গবেষনার বিষয়বস্তু ছিল Atom for Peace (শান্তির উদ্দেশ্যে আনবিক শক্তি)। স্মরণীয় যে, তিনি উক্ত বিষয়ের গবেষনাকার্য পবিত্র কুরআনের অনুসরনে পরিচালনা করিয়া 'লণ্ডন ফোর্ড- ফাউণ্ডেশান' হইতে এই গৌরবজনক সম্মান লাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক সালাম পশ্চিম পাকিস্তানের ঝং জিলায় জন্ম করেন। পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেকর্ড ভঙ্গকারী সর্বোচ্চ নম্বর লইয়া প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর প্রথমে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ ও পরে কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেণ্ট জন কলেজে অধ্যায়ন করেন।

৪১ বৎসর বয়স্ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সালাম বর্তমানে জাতি সংঘের পক্ষ হইতে "ক্ষুধা-মুক্তি সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক সমাধানের" গবেষণা কার্য পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন।

জনাব সালাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Emperial College of Science and Teohnology এর-স্থায়ী অধ্যাপক এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক আবদুস সালাম সাহেব একজন ধর্মভীরু আহমদী এবং জামাতের ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে।

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লেখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ্‌	,, ,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.